অধ্যায় ৫ঃ সেবা প্রাপ্তির সুবিধা ও নাগরিক চাহিদা
Access to Services and Public Demand

স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও তাদের মতামতের ভিত্তিতে মিরকাদিম পৌরসভায় বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন সভা আয়োজন করা হয়েছে। এই আলোচনায় পৌরসভার সেবা প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয় আলোচনা হয়েছে যা নিম্নে বর্ননা করা হল-

৫.১ পানি সরবরাহ
Water Supply

ভৈরব পৌরসভায় ৩১.৫৮ কি.মি. পাইপ লাইন সাপ্লাই আছে। পৌরসভায় বর্তমানে ৫০% সাপ্লাই কভারেজ আছে। বর্তমানে ৫৫টি কমিউনিটি ট্যাপ আছে। প্রতিদিন ২ বার পানি সরবরাহ করা হয়। সরবরাহকৃত পানির পরিমান ৫,১৪,২০৬ গ্যালন। পৌর এলাকায় হস্তচালিত নলকূপের পরিবর্তে পৌরসভার নলবাহিত পানির উপর বেশি নির্ভরশীল। পৌর এলাকার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও অর্থের অভাবে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তেমন কোন উন্নয়ন করা সম্ভব হয় নাই। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পানি সরবরাহ স্থাপনার বিদ্যমান অবস্থা, চাহিদা ও চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল ঃ

টেবিল ৫.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

সূচক	পানি ব্যবস্থা					পানি পরিশোধন প্লান্ট		আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার		ওভারহেড ট্যাংক	
	চালু হস্ত-চালিত নলকূপ	গভীর নলকূপ (পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ)		নল বাহিত পানি সরবরাহ বিস্তৃতি		ধরণ	ধারণ ক্ষমতা (প্রতিদিন হাজার গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (হাজার গ্যালন/ লিটার)	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (হাজার গ্যালন/ লিটার)
	সংখ্যা	সংখ্যা	পরিমাপ (সেঃমিঃ ডায়া)	ট্যাংক মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি)	সার্ভিস মেইন্স দৈর্ঘ্য (কিমি)						
বিদ্যমান অবস্থা	১৫০	০৫	১৫	২৭	২৯	নাই	নাই	-	-	নাই	নাই
পৌরসভার মোট চাহিদা	১০০০	১২	১৬	৬০	৮৩	০২	১,০০০	-	-	০৬	১,০০০

উৎস ঃ পৌরসভার বেইজ লাইন সার্ভে, ২০২০।

ভৈরব পৌর এলাকায় পৌরসভা থেকে প্রদত্ত ১৫০টি হস্তচালিত নলকূপ বিদ্যমান আছে। বেইজ লাইন সার্ভের প্রদর্শিত চাহিদানুযায়ী আরও ১০০০ হস্তচালিত নলকূপের প্রয়োজন। নলবাহিত পানি সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত ০৭টি প্রডাকশন টিউবওয়েল, ৩৩ কি. মি. ট্রাঙ্ক মেইন্স, ৫৪ কি. মি. সার্ভিস মেইন্স স্থাপন এবং বর্তমানে অবস্থিত ২৯ কি.মি. সার্ভিস লাইন মেরামত করা প্রয়োজন।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা ঃ

- পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব।
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।
- পানিতে আর্সেনিক ও আয়রনের পরিমান তেমন বেশী নয়।

- ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও ওভারহেড ট্যাংক নেই।
- পর্যাপ্ত পাম্পের অভাব।
- চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ লাইনের পরিমান কম।
- পাইপ লাইনে পানির চাপ কম।
- ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে খরচ বেশী ।
- পাইপ লাইন সংস্কার প্রয়োজন।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রডাকশন টিউবওয়েলে পর্যাপ্ত পানি না আসার কারণে সরবরাহ অনেক কমে যায়। তাছাড়া শুষ্ক মৌসুমে অন্য মৌসুমের তুলনায় পানির চাহিদা বেশী থাকে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন হস্তচালিত গভীর নলকূপের সংখ্যা এবং পৌরসভা/এনজিও কর্তৃক স্থাপিত গভীর নলকূপের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক দূর হেঁটে এসে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়।
- হস্তচালিত অগভীর নলকূপের পানির গুনাগুন মোটামুটি গ্রহনযোগ্য পর্যায়ে।
- পৌরসভার পানি শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।
- পানি সরবরাহর সময়সীমা অনেক কম।
- পানির বিল সংগ্রহের পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

টেবিল ৫.২ ঃ ভৈরব পৌরসভার পানি সরবরাহের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। শতকরা ৩০ভাগ লোক খাবার পানি হিসাবে সরবরাহ লাইন থেকে পানি ব্যবহার করে। সকল এলাকায় সরবরাহ লাইন স্থাপন, দূরবর্তী এলাকায় আরও গভীর নলকূপ বসানো আবশ্যক।	আবাসিক ও অনাবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।
২	অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। শতকরা ৩০ভাগ লোক খাবার পানি হিসাবে সরবরাহ লাইন থেকে পানি ব্যবহার করে। সকল এলাকায় সরবরাহ লাইন স্থাপন, দূরবর্তী এলাকায় আরও গভীর নলকূপ বসানো আবশ্যক।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।
৩	এলাকার অধিকাংশ স্থানে পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। সরকারী, পৌরসভা ও ব্যক্তি উদ্যোগে গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে এবং রান্না ও গোসলে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে। পানির আয়রন কমাতে হবে।
৪	অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। শতকরা ৩০ভাগ লোক খাবার পানি হিসাবে সরবরাহ লাইন থেকে পানি ব্যবহার করে। সকল এলাকায় সরবরাহ লাইন স্থাপন, দূরবর্তী এলাকায় আরও গভীর নলকূপ বসানো আবশ্যক।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।
৫	এলাকার অধিকাংশ স্থানে পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। সরকারী, পৌরসভা ও ব্যক্তি উদ্যোগে গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে যাহা রান্না ও গোসলে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।
৬	অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। শতকরা ৩০ভাগ লোক খাবার পানি হিসাবে সরবরাহ লাইন থেকে পানি ব্যবহার করে। সকল এলাকায় সরবরাহ লাইন স্থাপন, দূরবর্তী এলাকায় আরও গভীর নলকূপ বসানো আবশ্যক।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
৭	অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। শতকরা ৬০ভাগ লোক খাবার পানি হিসাবে সরবরাহ লাইন থেকে পানি ব্যবহার করে। সকল এলাকায় সরবরাহ লাইন স্থাপন, দূরবর্তী এলাকায় আরও গভীর নলকূপ বসানো আবশ্যক।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।
৮	অধিকাংশ আবাসিক এলাকায় পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। শতকরা ৩০ভাগ লোক খাবার পানি হিসাবে সরবরাহ লাইন থেকে পানি ব্যবহার করে। সকল এলাকায় সরবরাহ লাইন স্থাপন, দূরবর্তী এলাকায় আরও গভীর নলকূপ বসানো আবশ্যক।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে।
৯	এলাকার অধিকাংশ স্থানে পৌরসভার পানি সরবরাহ লাইন নাই। সরকারী, পৌরসভা ও ব্যক্তি উদ্যোগে গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে এবং রান্না ও গোসলে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়।	আবাসিক এলাকায় পানির লাইন সম্প্রসারন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকুপ স্থাপন করতে হবে। পানির আয়রন কমাতে হবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

- ভৈরব পৌর এলাকায় নলবাহিত পানির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছয়টি ওভারহেড ট্যাংক ও দুইটি ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ প্রয়োজনীয় উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন।
- ভুপৃষ্টস্থ পানি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।
- পৌরসভার সমস্ত এলাকায় নলবাহিত পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যমান পাইপ লাইন সংস্কার, পাইপ লাইন সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদা বিবেচনা করে জনসংখ্যার ঘনত্বের আলোকে অঞ্চল নির্ধারণ পূর্বক অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন; এবং
- বাস্তবতার আলোকে যে সকল অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত নলবাহিত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না সে সকল অঞ্চলে হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন।
- পানি সরবরাহের সময়সীমা ও পানির সার্ভিস চার্জ (ওয়াটার ট্যারিফ) বর্ধিত করা প্রয়োজন। এবং আয়তন ভিত্তিক পানির চার্জ করা প্রয়োজন।
- বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।
- কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পানির বিল সরাসরি ব্যাংকে জমা প্রদানকরণ এবং আয়তন ভিত্তিক পানির বিল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- বাজেটে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.২ পয়ঃনিষ্কাশন

Sanitation

বেইজ লাইন সার্ভে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, (ক) সেপটিক ট্যাংক আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা ৪০%; (খ) সোকওয়েল আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা ৩০%; (গ) বায়ু চলাচল যুক্ত পিট ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা ১০%; (ঘ) অন্য ধরণের ল্যাট্রিন আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা ০৩%; এবং (ঙ) কোন ল্যাট্রিন নেই এরূপ পরিবারের সংখ্যা ১৭%। অন্যদিকে ভৈরব পৌরসভার বাণিজ্যিক এলাকায় ০৮টি পাবলিক টয়লেট ছাড়া বস্তি বা অন্য কোথাও পাবলিক টয়লেট নেই। স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিদ্যমান অবস্থার আলোকে উল্লিখিত চাহিদা নিম্নরূপ ঃ

- প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেট থাকা প্রয়োজন;
- সরকারি/পাবলিক পুরুষ ও মহিলা টয়লেট নির্মাণ করা প্রয়োজন;

* স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা টয়লেট সুবিধা থাকা প্রয়োজন;
* ময়লা পরিবহন/পরিচ্ছন্নতা;
* স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন।
* স্যুয়ারেজ লাইন স্থাপন।
* মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে টয়লেট সুবিধা।

মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

* পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
* এডিপি বরাদ্দের স্বল্পতা;
* মাত্র ৮টি পাবলিক টয়লেট থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।
* জন সমাগম হয় এরূপ স্থানে পাবলিক টয়লেট নেই;
* স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনার ফলাফল ঃ

* সেপ্টিক ট্যাংকের ময়লা অপসারনের যন্ত্রপাতি এবং ল্যাট্রিনের ময়লা (পঙ্কিল) অপসারণের নির্দিষ্ট জায়গা নেই
* অনেক দরিদ্র পরিবারে স্যানিটারী ল্যাট্রিন নেই;
* পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখার জনবলের অভাব;
* বর্ষা মৌসুমে ল্যাট্রিনের/সোকওয়েলের ময়লা বের হয়ে পরিবেশের দূষণ ঘটায়;
* স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৬০%।
* হত-দরিদ্র বস্তিবাসীর ল্যাট্রিন নির্মাণের সামর্থ্য নেই।
* অনেক টয়লেটের সোকওয়েল নেই এবং অনেক জায়গায় ঝুলন্ত ল্যাট্রিন বিদ্যমান।

টেবিল ৫.৩ ঃ ভৈরব পৌরসভার পয়ঃনিষ্কাশনের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই।	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
২	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই।	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৩	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৪	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৫	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৬	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৭	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
৮	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।
৯	স্যানিটারী লেট্রিন খুব কম। অধিকাংশ লেট্রিন রিং স্লাব দ্বারা নির্মিত, ঝুলন্ত পায়খানা আছে। ল্যাট্রিনের সোকওয়েল ও ওয়াটার সীল নাই	ঝুলন্ত লেট্রিন অপসারন করতে হবে। রিং স্রাব ল্যাট্রিন স্বাস্থ্য সম্মত করতে হবে এবং দরিদ্র এলাকায় হাউজ হোল্ড ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান করতে হবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

- পৌরসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা আবশ্যক;
- পাবলিক টয়লেটে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার;
- ল্যাট্রিনের ময়লা (পঙ্কিল) অপসারণের জায়গার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- ময়লা সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য সাকশন মোশিন সহ যানবাহনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ;
- স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- দরিদ্র পরিবারের জন্য অংশিদারিত্বে স্বল্প মূল্যে অথবা বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; এবং
- স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও তদারকির জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ সহ পৌর পরিষদকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

৫.৩ নর্দমা ব্যবস্থা
Drainage System

ভৈরব পৌর এলাকায় চাহিদার তুলনায় ড্রেনের পরিমান অনেক কম। রাস্তার পাশে অনেক ডোবা ও খাল থাকায় প্রাকৃতিকভাবেই পানি সেখানে চলে যায়। কিন্তু বর্তমানে রাস্তার পাশে পর্যাপ্ত ড্রেন না থাকায় এবং রাস্তার পাশের অনেক খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় বাড়ি-ঘরের পানি রাস্তায় এসে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে এবং রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়।

বেজলাইন সার্ভে তথ্য অনুযায়ী ভৈরব পৌরসভার তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

টেবিল ৫.৪ ঃ ভৈরব পৌরসভার ড্রেনের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

সূচক	আরসিসি ড্রেন (কি.মি.)	ইটের তৈরি ড্রেন (কি.মি.)	কাঁচা ড্রেন (কি.মি.)	আউটফল সংযোগ (সংখ্যা)	মোট
বিদ্যমান অবস্থা	১২.২০	১০.৫৩	৯.৭৯	৪০	৪০.৭৯
মোট চাহিদা	১৯.৭০	১২.৫৩	১০.৭৯	১৫	৪৩.০২

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

- এখনও পর্যন্ত পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসণ ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি কোন পরিকল্পনা নেই ;
- বিদ্যমান ড্রেনগুলির কিছু মগরা লেকে, কিছু খালে এবং কিছু নিঁচু অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত এবং
- পৌরসভার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং সংস্কার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়ে ওঠে না।

❖ নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার না করায় এবং ড্রেনের ভিতর বাড়ি-ঘরের ময়লা আবর্জনা ফেলায় ড্রেন ভর্তি হয়ে পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্থ হয়

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

❖ ভৈরব পৌরসভায় কোন পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই ;
❖ খালে এবং ড্রেনে বসত বাড়ী সহ হোটেল রেস্তোরা, বাজার ও ছোট খাট শিল্প কারখানা বর্জ্য ফেলার কারণে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে;
❖ ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক এবং খাল সংস্কার না থাকার কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিক না হওয়ায় মশা-মাছির উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে; এবং
❖ পৌর এলাকার নিঁচু জমি গুলিতে জনবসতি গড়ে উঠার ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
❖ রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মানের জায়গার সংকট আছে।

টেবিল ৫.৫ ঃ ভৈরব পৌরসভার ড্রেনের বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
২	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
৩	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। অধিকাংশ এলাকা নীচু। কয়েকটি অগভীর খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। বর্ষা রাস্তা তিন মাস পানির নীচে থাকে কিছু খালের আউটফল ভরাট করার কারনে তাড়াতাড়ি পানি নামেনা।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
৪	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে ও নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
৫	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। অধিকাং এলাকা নীচু। কয়েকটি অগভীর খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। বর্ষা রাস্তা তিন মাস পানির নীচে থাকে কিছু খালের Out let ভরাট করার কারনে তাড়াতাড়ি পানি নামেনা।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
৬	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে ও নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
৭	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাল ও নালার মাধ্যমে নদীতে পানি নিস্কাশিত হয়।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে গভীর ভাবে খনন করে পানি নিস্কাশনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।
৮	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। অধিকাংশ এলাকা নীচু। কয়েকটি অগভীর খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নিস্কাশিত হয়। বর্ষা রাস্তা তিন মাস পানির নীচে থাকে কিছু খালের Out let ভরাট করা হওয়ার কারনে তাড়াতাড়ি পানি নামেনা।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে ও নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।
৯	ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপ্রতুল। খাল ও নালার মাধ্যমে পানি নদীতে নিস্কাশিত হয়।	নতুন ড্রেন নির্মান করতে হবে। সরকারী খালগুলো দখলমুক্ত করে পানি নিস্কাশনের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ ঃ

১. ভৈরব পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নতুন ড্রেন নির্মান করা প্রয়োজন।

২. রুটিন মাফিক বর্তমান পাকা নর্দমাগুলি পরিষ্কার করা এবং পৌরসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতে হবে;

৩. খালগুলি সংস্কার ও আউটফল হিসাবে পরিকল্পিতভাবে ড্রেনের সংযোগ খালের সহিত প্রদান করা ;

৪. জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে প্রধান প্রধান সড়কের পাশের ড্রেন গুলির উপর ফুটপাত নির্মাণ করা প্রয়োজন।

৫. পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পাইপ লাইন পারিস্কার করার ব্যবহৃত পানিসমুহ ড্রেনের মাধ্যমে নিস্কাশন করা সম্ভব হবে।

৫.৪ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
Solid Waste Management

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী নেত্রকোণা পৌরসভায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে আবর্জনা বর্জ্য সংগ্রহ বা পরিবার পর্যায়ে আবর্জনা আলাদা করার ব্যবস্থা না থাকলেও ডাস্টবিনের মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্জ্য পরিবহণের জন্য পৌরসভার ৫টি ট্রাক ও ২১টি রিক্সা-ভ্যান আছে। প্রধান প্রধান সড়ক গুলি এবং বাজার এলাকা প্রত্যহ এবং মাঝারী সড়কগুলি সপ্তাহে তিন বার এবং অন্যান্য এলাকা থেকে দুইবার আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়। এর সেবার আওতায় ১০ বঃ কিঃ মিঃ এলাকা অর্থাৎ পৌরসভার প্রায় ৫০% এলাকা বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে। অপর দিকে প্রতিদিন উৎপাদিত আবর্জনার (১০ টন মাত্র) ৭৫% বর্জ্য অপসারণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। পৌরসভার নির্ধারিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকায় সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য সরকারী খাস জমিতে ফেলা হচ্ছে। অবশিষ্ট ময়লা আবর্জনা রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে, বাড়ীর পাশে গর্ত করে এবং অবশিষ্ট অংশ পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন খালে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

- পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/কনজারভেন্সি সেবা প্রদানের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা নেই;
- সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অপ্রতুল; এবং
- আবর্জনা পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই।
- ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিনের অভাব;
- নিয়মিত ডাস্টবিন পরিষ্কার না করা;
- প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব;
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগের অভাব;
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- আবাসিক এলাকায় বাড়ী বাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকা;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন অবহিত না থাকা;
- হোটেল রেস্তোরা, দোকান, কাঁচা বাজারের আবর্জনা এবং বসত বাড়ীর আবর্জনা রাস্তার পাশে এবং খালে ফেলার ফলে পরিবেশ দূষণ হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।
- ময়লা ফেলার জন্য ডাম্পিং এলাকা নেই।

টেবিল ৫.৬ ঃ ভৈরব পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
২	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৩	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৪	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৫	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৬	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৭	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৮	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।
৯	বর্জ্য অপসারনে পৌরসভার সার্ভিস অপর্যাপ্ত। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নেই। ডাষ্টবিন নাই। বাড়ীর আঙ্গিনায়, খোলা জায়গায় এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। এতে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়।	পৌরসভা কর্তৃক ডাষ্টবিন নির্মান করে ও প্রতিটি বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে অপসারন করা প্রয়োজন।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- আগামী ২০৩৫ সালকে সামনে রেখে ভৈরব পৌরসভাকে পরিবেশ বান্ধব নগরী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ করে ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ ও টেক্সিং গ্রাউন্ড নির্মাণ করে গৃহস্থলি বর্জ্য ও পঙ্কিল রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব জৈব সারে রূপান্তরের মাধ্যমে পৌরসভাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা আবশ্যক;
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং পৌর পরিষদের সার্বক্ষণিক তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রান্সফার স্টেশন ও ডাস্টবিন নির্মাণের ব্যবস্থা করা;

- বাড়ী বাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং এজন্য জনগণকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহী করে তোলার লক্ষে সিবিও কে কার্যকরি ভুমিকা পালন করা ; এবং
- শিল্প বর্জ্য ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা।

৫.৫ রাস্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা

Roads, Transportation and Communication Facilities

যানবাহন ও মানুষের নিরাপদ চলাচলের প্রধান উপকরন হলো রাস্তা। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভাল ও বিস্তৃত সে দেশ তত উন্নত। উন্নয়নের প্রথম শর্ত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভৈরব পৌরসভার অধিকাংশ রাস্তা পার্শ্ববর্তী বাড়ী-ঘর হতে নিচু হওয়ায় বাড়ী-ঘরের পানি রাস্তার উপর এসে পড়ে ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক রাস্তার পার্শ্বে গভীর খাল ও ডোবা থাকায় রাস্তার পানি উক্ত খালে প্রবাহিত হওয়ার সময় রাস্তার শোল্ডার ও রাস্তা ভীষন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এখন পর্যন্ত অনেক রাস্তা কাঁচা ও হেরিন বন বন্ডের (এইচবিবি) রয়েছে। বেজলাইন সার্ভের তথ্যে দেখা যায় পৌরসভার মোট ৪৮.৪৫ কি. মি. সড়কের মধ্যে কার্পেটিং ৬.১০কিমি, এইচবিবি-১৯.৩৫ কিমি এবং সিসি- ১৭.৯ কিমি । পৌর এলাকায় অতিরিক্ত ১০.০০ কি. মি. কাঁচা এবং ২০ কি. মি. পাকা রাস্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন।

মুখ্য বিষয় /সমস্যা

- চাহিদার তুলনায় রাস্তা ও সেতু / কালভার্টের পরিমাণ কম
- পরিবহণ ও যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থের অভাব রয়েছে;
- প্রয়োজনীয় জনবল অভাব বিদ্যমান;
- কোন বাস/ট্রাক টার্মিনাল নেই;
- পৌরসভার কোন গণ-পরিবহন সুবিধা নেই;
- পাশ্ববর্তী বাড়ী ঘরের তুলনায় অনেক রাস্তা নিচু;
- রাস্তার পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নেই;
- রাস্তার পাশে গভীর খাল থাকায় রাস্তা ভেঙ্গে যায়;
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষন করা হয় না;
- রাস্তা প্রশস্ততা কম;
- মাটির রাস্তারবর্ষা মৌসুমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে;

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে শহরের অধিকাংশ রাস্তা অত্যন্ত অপ্রশস্থ;
- কাঁচা রাস্তাগুলি বর্ষাকালে কর্দমাক্ত হওয়ায় যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধা হয়;
- রাস্তা খারাপ থাকার কারণে গুরুতর অসুস্থ রোগিদের চিকিৎসার প্রয়োজনে দ্রুত যাতায়ত করতে অসুবিধা হয়;
- মহল্লার অভ্যন্তরে রাস্তাগুলি অপ্রশস্থ
- ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বেশ কিছু রাস্তা থাকায় অনেক সময় মালিক রাস্তা বন্ধ করে দেয়;
- ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় মাঝে মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে;
- ভৈরব-ঢাকা মহাসড়কে অধিকাংশ সময় যানজট লেগে থাকে;
- প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা কম।
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় যত্র-তত্র পরিবহন রাখার কারনে যানজট লেগে যায়।
- অবৈধ ভাবে রাস্তার জায়গা দখল করা;

টেবিল ৫.৬ ঃ ভৈরব পৌরসভার রাস্তার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
২	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৩	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৪	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৫	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৬	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৭	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা।অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৮	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।
৯	এলাকার প্রধান রাস্তাটির আংশিক পাঁকা এবং অধিকাংশ আভ্যন্তরীন রাস্তা কাচা ও আধাপাকা। অধিকাংশ এলাকায় সড়ক বাতি নাই। আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে এবং টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা নাই।	পৌরসভার উদ্যোগে পরিকল্পিত ভাবে প্রধান সড়ক সহ আভ্যন্তরিন রাস্তা পাঁকাকরন প্রয়োজন এবং রাস্তায় বিদ্যুৎ লাইন ও সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- অধিকাংশ রাস্তা উচু করা প্রয়োজন ;
- বিদ্যমান কাঁচা রাস্তা গুলি পাকাকরণ ও অপ্রশস্ত রাস্তা গুলি প্রশস্তকরণের প্রয়োজন;
- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- প্রয়োজনীয় স্থানে রাস্তার স্লোপ প্রোটেকশন এবং ড্রেন নির্মাণ করা প্রয়োজন;
- মহল্লার অভ্যন্তরিণ রাস্তা গুলির জন্য মহল্লাবাসীর অংশগ্রহণে আলাদা পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য মহল্লাবাসীর জমি দান করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
- গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক অনেক প্রশস্ত এবং রাস্তা সমুহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষন করা প্রয়োজন;

- পরিকল্পিত যাতায়াত, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী রোড নেট-ওয়ার্ক তৈরি, বাস/ট্রাক টার্মিনাল ও ষ্ট্যান্ড নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
- অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদ করা।
- ইমারত নির্মান বিধি অনুযায়ী রাস্তা হতে নিরাপদ দুরত্বে অবকাঠামো নির্মান করা।
- প্রয়োজনে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করে রাস্তা নির্মাণ।
- গ্যাস, টেলিফোন ও পানির লাইন স্থাপনের সময় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ না করা।

৫.৬ সড়ক বাতির সুবিধা
Street Light Facilities

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুতের সমস্যা বড় সমস্যা। উৎপাদন খরচ বেশী হওয়া সত্বেও সরকার কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করেও মানুষের চাহিদা পূরন করতে পারছে না। ফলে লোড সেডিং এর পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় ভৈরব পৌরসভায় পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা নেই। রাস্তায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রম রোধ এবং পৌরবাসীর রাতে চলাচলের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সড়ক বাতির প্রয়োজন। বর্তমানে পৌর এলাকায় মোট প্রায় ৩৯০০ টি সড়ক বাতি আছে যা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব পোলে স্থাপন করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ন্যায় পৌরসভার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আলাদা ফেজ না থাকায় প্রতিটি এলাকার জন্য আলাদা আলাদা সুইচ ব্যবহার করা হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিটি বাতির জন্য নির্ধারিত (লামসাম) বিল প্রদান করে । এতে অতিরিক্ত অর্থের অপচয় হচ্ছে। বেইজ লাইন সার্ভের তথ্য হতে আরও জানা যায় যে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরীখে ২,০০০টি সড়ক বাতিসহ বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের জন্য ৮১,০০,০০০.০০ টাকার প্রয়োজন হবে।

আমরা যদি বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিকল্প ব্যবস্থা বের করতে পারি তাহলে কিছুটা হলেও লোড সেডিং এর হাত হতে রক্ষা পাব। সৃষ্টিকর্তা সূর্য্যের মাধ্যমে আমাদের আলো দেন। এই সূর্য্যের তাপ শক্তিকে যদি আমরা বিদ্যুৎ শক্তিতে রুপান্তরিত করতে পারি তাহলেই সরকারের সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। কাজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারের পাশাপাশি সকল সংস্থাকে প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন/সংগ্রহ করা জরুরী প্রয়োজন। অতএব সরকারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য নেত্রকোণা পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ, গ্রোথ সেন্টার, কবরস্থান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সোলার লাইট স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

মুখ্য বিষয় /সমস্যা

ভৈরব পৌরএলাকায় বর্তমানে ৩৯০০টি সড়ক বাতি আছে। বিভিন্ন সড়ক বাতি না থাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- সড়ক বাতি না থাকায় রাতে চলাচল করা অসুবিধা হয়।
- কর্মজীবী মহিলারা ছিনতাই এর কবলে পড়ে।
- এলাকার নিরাপত্তা, চুরি, ছিনতাই ও অসামাজিক কার্যক্রমের প্রবণতা বাড়ে।
- সড়ক বাতির পরিমান কম।
- সড়ক বাতি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি নেই।
- সড়ক বাতির জন্য আলাদা মিটার নেই।
- সড়ক বাতি স্থাপন করার জন্য পৌরসভার নিজস্ব কোন পোল ও লাইনের ব্যবস্থা নেই।
- পৌরসভার বিদ্যুৎ শাখায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হতে প্রাপ্ত ভৈরব পৌরসভার সড়কবাতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

টেবিল ৫.৯ ঃ ভৈরব পৌরসভার সড়কবাতির বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলায় চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা। মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। ৭০% এলাকায় সড়ক বাতি নাই।
২	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা।মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৩	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা। মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৪	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা।মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৫	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা। মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৬	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা।মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৭	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা।মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৮	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা।মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।
৯	নতুন নতুন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠায় রাস্তার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বর্ষা মৌসুমে কাচা রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় আলো না থাকার কারনে রাতের বেলা চলাচল করতে অসুবিধা হয়। অনেক সময় নতুন রাস্তা নির্মানে জমির মালিকরা জমি ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে।	অধিকাংশ রাস্তা আধা পাঁকা ও কাচা। মাটির রাস্তায় বর্ষায় কাদা ও গর্ত হয়। রিক্সা চলে না। সড়ক বাতি নাই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- ❖ সকল রাস্তায় সড়ক-বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ❖ নতুন রাস্তা নির্মাণের কার্যক্রমের সাথে অপরিহার্য উপ-অংগ হিসেবে সড়ক বাতি অন্তর্ভুক্ত করে উপ-প্রকল্প (Sub-project) তৈরি করা আবশ্যক।
- ❖ সড়ক বাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ বাজেট বরাদ্দ করা এবং একই সাথে পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
- ❖ সড়ক বাতি পূনঃস্থাপন ও লাইন মেরামতের জন্য বীম লিফ্টার সরবরাহ করা আবশ্যক।
- ❖ সড়ক বাতির জন্য আলাদা মিটার এবং সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য পৌরসভার নিজস্ব পোল ও লাইনের ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।
- ❖ পৌরসভার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থাকলে লোড সেডিং এর দূর্ভোগ হতে জনগণ রেহাই পাবে।
- ❖ সোলার লাইট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে।

৫.৭ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা
Primary Health Care Service

বেইজ লাইন সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন হাসপাতাল/ক্লিনিক/মাতৃসদন কেন্দ্র/পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/যক্ষ্মা ক্লিনিক নেই। তবে অসুস্থ রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্বে সরকারী হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৌরসভার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান করা হয়। মশা-মাছি বাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য ফগার মেশিন দ্বারা নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ধুলাবালি সংক্রান্ত রোগ (যেমন হাপানী, এজমা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি) প্রতিরোধের জন্য শুস্ক মৌসুমে পৌরসভা কর্তৃক ট্যাংকারের মাধ্যমে রাস্তায় পানি ছিটানো হয়। নিয়মিত পৌর সুইপার ও ঝাড়ুদার দ্বারা ড্রেন, বাজার ও রাস্তা পরিস্কারসহ পশুর মৃতদেহ অপসারন করা হয়। নিয়মিত জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন লিপিবদ্ধ করা হয়।

টেবিল ৫.১০ ঃ ভৈরব পৌরসভার বর্তমান চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র

বিষয়	বিদ্যমান সংখ্যা
১. সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা	০১
২. ক্লিনিক	১৬
৩. মাতৃসদন	০১
৪. স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	০১
৫. টিকাদান কেন্দ্র	২৪
৬. পশু হাসপাতাল	০১

এছাড়া পৌরসভা হতে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য ক্যাম্প করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে পৌরবাসীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালন খাতে বেইজলাইন সার্ভের তথ্যানুযায়ী বছরে ২,৭৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এ খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দান এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ সংগ্রহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যাঃ

- ❖ পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মকর্তাসহ অন্যান্য জনবল এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের অভাব।
- ❖ ইপিআইসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না।
- ❖ পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই;
- ❖ মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র নেই;
- ❖ ডায়াবেটিস কেন্দ্র নেই;

- চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় না;

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- পৌর জনগণের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অভাব এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই;
- পৌরসভার সংশ্লিষ্ট শাখায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব;
- পৌরসভায় টিকাদান কেন্দ্র নেই বিধায় সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল ধরনের ভ্যাকসিন প্রদান করা হয় না।
- বর্তমানে পৌরসভায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা না থাকায় দরিদ্র রোগীদের আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে;

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হতে প্রাপ্ত ভৈরব পৌরসভার চিকিৎসা সেবার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

টেবিল ৫.১১ ঃ ভৈরব পৌরসভার চিকিৎসা সেবার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
২	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৩	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়। শিশু মৃত্যুর হার কম। ১টি টিকাদান কেন্দ্র আছে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৪	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৫	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়। শিশু মৃত্যুর হার কম। ১টি টিকাদান কেন্দ্র আছে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৬	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৭	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৮	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।
৯	সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই। ক্লিনিক ও কমিউনিটি হাসপাতাল নেই। ২/১জন পল্লী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা সেবা দেয়। শিশু মৃত্যুর হার কম। ১টি টিকাদান কেন্দ্র আছে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে।	এলাকায় স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মান ও পর্যাপ্ত ডাক্তার নিয়োগ দিতে হবে।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- জরুরী ভিত্তিতে পৌরসভায় একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পোস্টিং এর ব্যবস্থা করা;
- পৌরসভায় টিকাদান কেন্দ্র চালু করে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সকল ধরনের ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ সহ প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা;

- পৌরবাসীর স্বাস্থ্য বিষয়ে পৌর পরিষদকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা;
- পৌরসভার বিধিবদ্ধ কার্যাবলীর আওতায় কার্যপরিধি অনুসরণে খাদ্য দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা, সমাবেশ ও র‌্যালীর আয়োজন করা ও ইপিআইসহ বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধমূলক (Preventive) কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কমিউনিটি ক্লিনিক, মাতৃমঙ্গল/প্রসূতি কেন্দ্র, ডেন্টাল এবং ডায়াবেটিস হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন।
- স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৫.৮ শিক্ষার সুযোগ
Educational Facilities

ভৈরব পৌর এলাকার ভিতর অবস্থিত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সরকার/পৌরসভা যৌথভাবে কাজ করছে। এছাড়াও পৌর এলাকায় ২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ টি মাদ্রাসা, ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫ টি মহাবিদ্যালয়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১ টি, এবং ২ টি মহিলা কলেজ আছে। পৌর এলাকার হত দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে এবং কর্মজীবি মানুষের শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে স্যাটেলাইট স্কুল, নৈশ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েকটি ভকেশনাল ইনিষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। এ খাতে পৌরসভার বাজেটে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা ব্যয় ধরা আছে এবং প্রয়োজনে আরো বৃদ্ধি করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্য বিষয়/সমস্যা

১. শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বিধায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে পৌরসভার তেমন কিছু করণীয় নেই;
২. আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে নেত্রকোণা পৌরসভা কর্তৃক স্বল্প পরিমান অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয় ;

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন,ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- পৌর এলাকায় জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির দূরত্ব বেশী হওয়ায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহকে ব্যহত করে ।
- দরিদ্রতার কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি।
- ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা করার জন্য মাঠের অভাব।
- কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিটোরিয়াম ও পরীক্ষার হল নাই।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর অভাব আছে।
- শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের কোন সেন্টার নেই।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় নেই।
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক বিজ্ঞানাগার নেই।
- শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান চর্চা ও গবেষনার জন্য লাইব্রেরী নেই।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব নেই।
- শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা নেই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হতে প্রাপ্ত ভৈরব পৌরসভার শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয়

টেবিল ৫.১২ ঃ ভৈরব পৌরসভার শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও চাহিদা

ওয়ার্ড নং	বর্তমান অবস্থা	ভবিষ্যৎ করণীয়
১	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	রেলওয়ে কলোনীতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরকার ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
২	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় ও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
৩	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় ও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
৪	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় ও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
৫	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় ও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
৬	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় ও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
৭	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন
৮	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।
৯	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একটি মাত্র রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় আছে। যা এলাকার দুরে অবস্থিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় না।	বালিকা বিদ্যারয় ও সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের দরকার ও বর্তমান স্কুলটির অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রয়োজন।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই সেখানে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
- শিক্ষার বিষয় দেখার জন্য পৌরসভার শিক্ষা সংক্রান্ত উপ-কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন;
- দরিদ্র ছাত্রদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ও নারী শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন;
- এনজিও/সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

- পৌরসভা/ এনজিও কর্তৃক স্যটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বস্তি এলাকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং কর্মজীবি মানুষের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
- অডিটোরিয়াম ও পরীক্ষার হল নির্মান করা প্রয়োজন।
- খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ আধুনিক বিজ্ঞানাগার, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য লাইব্রেরী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন।
- শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করা।

৫.৯ আবাসন ব্যবস্থা
Residence Facilities

বিদ্যমান অবস্থা

সরকার বা পৌরসভার নিজস্ব কোন আবাসন ব্যবস্থা নেই।

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস, পতিত, অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ১৫/১৬টি বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। ভৈরব পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মান করলে নিম্মোক্ত সুবিধাদি পাওয়া যাবে।

- কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মান হবেনা ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।
- দূর্ভিক্ষের হাত হতে দেশ রক্ষা পাবে।
- কৃষি জমিতে প্রতি বছর ৩/৪ টি ফসল ফলানো সম্ভব হবে।
- দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন করবে।
- কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসনের ফলে একে অন্যের কাছ থেকে সার্বিক সহযোগীতা পাবে।
- সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারবে

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণ করা যেতে পারে।
- প্রস্তাবিত ভবনে আধুনিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন।
- লিফ্ট, জেনারেটর, গ্যস, পানি, অগ্নি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ভবনের নিকটে শিশুদের খেলাধুলার মাঠ ও বিনোদন পার্ক রাখতে হবে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য শপিং মলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর ভবনের মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে।
- ভবন রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পৌরসভার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৫.১০ বিনোদন সুবিধা

Recreational Facilities

দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিনোদন খুবই অপরিহার্য। কিন্তু পৌর এলাকায় বিনোদনের তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় শিশু-কিশোররা তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হওয়াসহ বিভিন্ন কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এহেন অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য ভৈরব পৌর এলাকায় একটি শিক্ষামূলক শিশু পার্ক নির্মাণ করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হলে একদিকে যেমন শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিভিন্ন কলা কৌশল উপভোগ করতে পারবে অন্যদিকে বেকারদের কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি হবে এবং পৌরসভা তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়াও ভৈরব বাসীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জনগন শিশু পার্কে আগমন করে কিছুটা হলেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে ।

প্রস্তাবিত স্থানে শিশু পার্ক হলে নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যাবে।

- ❖ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের বৃদ্ধি পাবে।
- ❖ শিশু-কিশোররা তাদের মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে।
- ❖ শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিভিন্ন কলা কৌশল উপভোগ করতে পারবে অন্যদিকে বেকারদের কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি হবে ।
- ❖ পৌরসভা তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে ।
- ❖ ভৈরব বাসীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জনগন শিক্ষামূলক শিশু পার্কে আগমন করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে ।

কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ও নগর সমন্বয় কমিটির আলোচনা

- ❖ ভৈরব পৌরবাসীর পর্যাপ্ত বিনোদন সুবিধা নাই;
- ❖ শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বিধায় তাঁরা অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হচ্ছে ও মাদকাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে চুরি ও ডাকাতির প্রভাব দেখা যায়;
- ❖ পৌরসভায় বিনোদন সংক্রান্ত পৃথক কোন শাখা না থাকায় বিনোদন সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম নাই;
- ❖ পৌরসভার সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্য পার্ক বা বিনোদনের ব্যবস্থা নাই;
- ❖ আধুনিক মান সম্পন্ন স্টেডিয়াম, শিশু পার্ক ও চিড়িয়াখানা নাই।

প্রধান প্রধান পরামর্শ

- ❖ পৌর পরিষদের নেতৃত্বে একটি পৃথক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পৌর এলাকার বিনোদন ব্যবস্থা সার্বিক বিষয়ে পর্যালোচনা তদারকি এবং পরিষদের সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- ❖ জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পৌরসভার উদ্যোগে খাস জমি উদ্ধার করে খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার, জিমনিসিয়াম ও অডিটোরিয়ামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;
- ❖ পৌরসভার উদ্যোগে শিশুসহ সকল বয়সের লোকের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ইছামতি লেকের দুইধার দিয়ে ওয়াকওয়ে সহ বৃক্ষরোপণ ও ছোটখাট বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন;
- ❖ পৌর এলাকায় একটি চিড়িয়াখানা নির্মাণ করা প্রয়োজন।